দৈনিক বা...
68
তারিখ 30 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন

বর্তমান বেলমাত্র ব্যক্তি জীবনকেই আলোকিত করে না বরং দক্ষ জনশক্তির গুরুত্ব ভিত্তি স্থাপন করে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা ও নিশ্চয়তার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার আলো সর্বস্তরে বিচ্ছুরিত করার মাধ্যমেই আসতে পারে আমাদের দেশ ও জাতির উন্নতি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যক্তি জীবনে পেশাগত সমৃদ্ধি। বাংলাদেশে আজ শিক্ষার অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় হচ্ছে নিদারুণ দারিদ্র, বয়স্ক নিরক্ষরের আধিক্য, দুর্বল ব্যবস্থাপনা, অত্যধিক জনসংখ্যা এবং অপ্রতুল অর্থ সম্পদ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এসব সমস্যার কথা চিন্তা করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে যাতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু সম্পদের সংকট ছাড়াও নানা বিধ সামাজিক সমস্যার দরুন সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। জনসংখ্যার হার বৃদ্ধির সংথে সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে আনুপাতিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, ঐ অনুসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা না বাড়ায় কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার সম্প্রসারণ সম্ভব হয়নি। এছাড়া শিক্ষার সম্প্রসারণ বিভিন্ন কারণে হলেও শিক্ষার গুণগত মান কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়নি।

বর্তমান পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৮৫-৯০) শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আলোচ্যকালে শিক্ষা খাতে ১১৭০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে যা মোট ব্যয়ের ৪.৮৫%। এই পরিকল্পনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে যেসব উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো :

(১) ১৯৯০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র/ছাত্রীদের ৭০ শতাংশকে বিদ্যালয়ে-ভর্তি নিশ্চিত করা এবং স্কুল পরিত্যাগ রোধ করে স্থিতি হার বৃদ্ধি করা যাতে ভর্তিকৃত অধিকাংশ শিশু পাঁচ বছর সমাপ্ত করে। এর ফলে এই শতাব্দীর শেষে সরকার বিঘোষিত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত হবে।
(২) গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিরাজিত শিক্ষা সুযোগ-সুবিধার ব্যবধান কমিয়ে আনা।
(৩) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
(৪) বিজ্ঞান, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা।
(৫) বয়স্ক নিরক্ষরদের সংখ্যা কমানো।
(৬) মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিভিন্ন বিভাগে ছাত্র/ছাত্রীদের আনুপাতিক সমতা রক্ষা করা।
(৭) নারী ও পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগের বিরাজিত ব্যবধান হ্রাস করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে যে সকল কৌশল অবলম্বন করা হবে তা হলো :

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের শিশুদের শত করা ৭০ ভাগ শিশুকে ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। এর পাশাপাশি স্থিতি হার বৃদ্ধি করে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অপচয় রোধ।
(২) যে সকল বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে সেসব বিদ্যালয়ে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। গ্রাম ও শহর এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজিত বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বৃত্তি দেয়ার মান অগ্রাধিকার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।
(৩) শিক্ষকদের চাকরি পূর্বকালীন প্রশিক্ষণ ছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ক্লাস্টার ট্রেনিং কর্মসূচী চালু করা হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য পর্যায়ক্রমে চাকরি কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আঞ্চলিক ভিত্তিতে করা হবে।
(৪) মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
(৫) বয়স্ক নিরক্ষরদের সংখ্যা কমানোর জন্য উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে ব্যাপক গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হবে।
(৬) শিক্ষার সকল স্তরের মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত ও একাডেমিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

বিগত কয়েক বৎসরে বিশেষ করে ১৯৮২-৮৩ সাল থেকে শিক্ষা খাতে কেবল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যয় বরাদ্দই বাড়েনি বরং শিক্ষাকে জাতির চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। শিক্ষা সুযোগ লাভে সমতা বিধান এবং শিক্ষাকে কার্যকর করে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জাতীয় সম্পদের সাথে সংগতি রেখে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থী ও বৃহত্তর আপিক্ষে সমাজের জন্য শিক্ষাকে অর্থবহ করে তোলার উপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে। বিগত সাত বৎসরে শিক্ষা খাতে সর্বমোট বাৎসরিক ব্যয় (রাজস্ব ও উন্নয়ন) প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৮০-৮১ সালে এই ব্যয় ছিল ২৮৫.৯১ কোটি টাকা এবং ১৯৮৮-৮১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১১৫৬.৮৬ কোটিতে। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও ক্ষেত্রে যে সকল উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

প্রাথমিক শিক্ষা : শিক্ষা খাতের মোট উন্নয়ন বরাদ্দের ৪৬ শতাংশ বরাদ্দের মধ্য দিয়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান রা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে সরকারী ব্যবস্থাপনা ছাড়াও বেসরকারী ব্যস্থাপনায় প্রায় ৭ হাজার প্রাথমিক বিদালয় চালু আছে। বর্তমান পরিকল্পনা মেয়াদে এক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীরণের কাজ সমাপ্তির পথে। প্রত্যাশা করা

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

তারিখ 30 JAN 1989
পৃষ্ঠা ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন

(৬-এর পৃঃ পর)

হচ্ছে ১৯৯০ সালে শতকরা ৭০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় থাকবে। বর্তমানে (১৯৮৮) ভর্তির হার ৬৮% উন্নীত হয়েছে।

গণশিক্ষা : ১৯৮০ সালে গণশিক্ষা কর্মসূচী একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে চালু করা হয়েছিল কিন্তু কতিপয় দুর্বল ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৮২ সালে কর্মসূচীটি স্থগিত রাখা হয়। সবার জন্য শিক্ষা এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পুনরায় সীমিত সম্পদ নিয়ে ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। বর্তমান কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হলো একটি কর্যকর প্রতিষ্ঠানিক ও সাগঠনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা যা ২০০০ সালে বর্তমান শিক্ষা হার ৬০%-এ উন্নীত করতে সহায়তা করবে। বর্তমান কর্মসূচীকে প্রথম পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করে নির্বাচিত কয়েকটি উপজেলায় কাজ শুরু করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা : মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা বিরাজ করছে সেগুলো হচ্ছে (ক) নিম্নমানের শিক্ষা পদ্ধতি, যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের স্বল্পতা, (খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য, (গ) অপ্রতুল ভৌত সুযোগ সুবিধা, (ঘ) শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সুযোগ-সুবিধার ব্যবধান, (ঙ) কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্বল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এসবের প্রেক্ষাপটে চলতি পরিকল্পনা মেয়াদে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুসারে মাধ্যমিক এবং মহাবিদ্যালয়সমূহে ভৌত ও একাডেমিক সুবিধাদির উন্নয়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির চাপ হ্রাস করার প্রয়াসে এবং জেলা সদরের কলেজগুলোতে অনার্স ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছর থেকে ১১টি ডিগ্রী কলেজ বিশেষ উন্নয়ন এবং ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছরে ৭৭টি বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বিজ্ঞানগার নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সারাদেশে বর্তমানে ১০২৪৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ২৫২টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়। বর্তমান সরকারের আমলে ৯৯টি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে। দেশে মোট কলেজের সংখ্যা ৭৫৮টি। এর মধ্যে বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা ২৭৫টি, সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ১১টি, বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ ২৯৮টি এবং সরকারী ডিগ্রী কলেজ ১৭৪টি। বর্তমান সরকারের আমলে ৮৪টি কলেজ সরকারীকরণ করা হয়েছে। সরকারী/বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের জন্য তিন বৎসরের প্রতিষ্ঠান হয়েছে। ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন : ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল টেকনোলজী কলেজ ও লেদার টেকনোলজী কলেজ), ডিপ্লোমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন : পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব প্লাস এন্ড সিরামিকস, গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট এবং সার্টিফিকেট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন : বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট)। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা ৭৯টি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা : একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশে মোট ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনা মেয়াদে আরও ২টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়—একটি সিলেটে অপরটি খুলনায় স্থাপিত হচ্ছে। সিলেট শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৪০ হাজারের অধিক। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অন্যতম সমস্যা হিসেবে সেসন জটকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে ৪ বছরের কোর্স সম্পন্ন করতে ৬/৭ বছর লেগে যাচ্ছে। চলতি পরিকল্পনায় বিগত তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,২০০ ছাত্রের জন্য দুটি হল ভবন, ৭টি বাস ক্রয়, ৫০০ কেভি সাব-স্টেশন স্থাপন, ৮" পরিধি বিশিষ্ট একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০০ ছাত্রের জন্য একটি হল এবং ৪০০ ছাত্রীর জন্য আরেকটি হল, প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের জন্য কলভবন নির্মাণ এবং ৫টি বাস ক্রয় ইত্যাদি কাজ শেষ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ২টি হল, শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারীদের বসবাস, লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত এবং প্রয়োজনীয় বইপত্র, আসবাবপত্র ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ৪টি বাস ক্রয় করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ১টি হল, একাডেমিক ভবন, কর্মচারীদের বাসস্থান, ইত্যাদি নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০ ছাত্রের জন্য একটি হল এবং ৩০০ ছাত্রীর জন্য আরেকটি হল, প্রাধ্যক্ষ ও সহপ্রাধ্যক্ষের জন্য বাসভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছর থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি শুরু হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং যন্ত্রপাতি, বইপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন মেরামত ও সংস্কারের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যগারের জন্য বই এবং গবেষণাগারের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পের অওতাধীনে শিক্ষক বিনিময় কারিগরি সহায়তা চুক্তি অন্যান্য বৃত্তির অধীনে শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

এক নজরে উন্নয়ন বরাদ্দ (১৯৮৫—৯০) নিম্নে প্রদান করা হলো:

কর্মসূচী	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ (লেখচিত্র টাকায়)
প্রাথমিক শিক্ষা	২	৫৩৮.০০
গণশিক্ষা	১	২৫.০০
মাধ্যমিক শিক্ষা	৬	১২৫.০০
কলেজ শিক্ষা	৭	৫৮.৩৪
মাদ্রাসা শিক্ষা	১	৬.৭৫
শিক্ষা প্রশিক্ষণ	১	১.৫০
বৃত্তি প্রদান	২	৫৫.০০
কারিগরি শিক্ষা	১০	১৬০.৩৭
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিকল্পনা ও	১৫	১০০.০০
ব্যবস্থাপনা	২	৪.৪৬
শিক্ষাক্রম	১	২.৮৩
শিক্ষা প্রযুক্তি	৩	১২.৭৫
মেরামত ও সংস্কার থোক বরাদ্দ		৩০.০০
নতুন প্রকল্প থোক বরাদ্দ		৫০.০০
মোট :	৫১	১১৭০.০০

শিক্ষা ক্ষেত্রে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি প্রকল্প বাস্তবায়ন সবই আবর্তিত হচ্ছে একটি স্বাধীন জাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা তথা সকারিত্বার পূর্ণ বিকাশের জন্য। ঔপনিবেশিক আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা যে অবহেলার সম্মুখীন হয়েছি তা আমাদের অনগ্রসরতা বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছে। বর্তমানে সকল পরিকল্পনার প্রধান প্রত্যয় হচ্ছে জাতিকে দেশকে সর্বোপরি মানুষকে উন্নয়নের মহান কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা।

বর্তমানে পরীক্ষা পদ্ধতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে—এ লক্ষ্য নিয়ে যাতে পরীক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতি আর নকলের অব্যবস্থায় পরিণত না হয়। কতে ছাত্রছাত্রীরা যথাযথভাবে তাদের অর্জিত ডিগ্রী সার্টিফিকেট সহ পাচ্ছে টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যুগোপযোগী শিক্ষা ক্রমই যুগের সাথে আমাদের জাতিকে চলতে সহায়তা করবে একথা মনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিছক ধর্মীয় শিক্ষার বৃত্তে আবদ্ধ না রেখে বিজ্ঞান শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষার অপরিভূত করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য উন্নয়ন মঞ্জুরী/অনুদান বন্টনে বাস্তবমুখী নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষকগণের একাডেমিক যোগ্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক সুচারু ব্যবস্থাপনাসহ নানাবিধ বিষয়াবলী বিচার করে অনুদান/মঞ্জুরী প্রদান করা হবে। প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রম যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রমের সমতা ও সমন্বয় সাধনের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রম বিষয়ক উন্নয়ন গবেষণা অব্যাহত রেখেছে। এখন থেকে বোর্ড সকল বেসরকারী এবং কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঠ্যপুস্তক তালিকা অনুমোদন করবে। ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বিতর্কের কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। আধুনিক বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতা এবং যোগাযোগের জন্য ইংরেজী প্রধান ভাষা মাধ্যম হচ্ছে ইংরেজী। একই সথে নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় চেতনা সমুন্নত করার জন্য ধর্ম শিক্ষাকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে বিঘোষিত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য বেসরকারী সেবা সংস্থার মাধ্যমে গণশিক্ষা বাস্তবায়নের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, গণশিক্ষা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে গবেষণা ও একাডেমিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু করার লক্ষ্যে কতিপয় প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে দুর্বল শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা-ভাবনা চলছে। বর্তমানে নির্মীয়মান নতুন দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হবে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষানির্ভর।

এ সবই করা হচ্ছে দেশ ও জাতিকে আধুনিক বিশ্বের সম্মান জনক আসনে অধিষ্ঠিত করার